UPATYAKA (Bengali Daily) 4 March 2024/4 Regd.No.44159/87 Postal Regd. No WE

গ্রামীণ চিকিৎসকদের ঝাড়গ্রাম জেলার প্রথম সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ৩ মার্চঃ রবিবার ঝাড়গ্রাম শহরের দেবেন্দ্র মোহন হলে গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন প্রোগ্রেসিভ রুরাল মেডিক্যাল প্রাকটিশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ঝাড়গ্রাম জেলার প্রথম বর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মান্ডি।এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম পৌরসভার চেয়ার পার্সন কবিতা ঘোষ, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান শিবেন্দ্র বিজয় মল্লদেব, সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব ডাক্তার দিলীপ পাল,সংগঠক সুব্রত সরকার, ডাক্তার সফায়ল মন্ডল, [redacted] আরো অনেকে। ওই সম্মেলনে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। গ্রামীন চিকিৎসকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তাদেরকে চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। গ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করে তোলার জন্য তাদের সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যাতে পিছিয়ে পড়া গ্রামের মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গ্রামীন চিকিৎসকদের চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। সেইসঙ্গে সম্মেলনে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিদের পাশাপাশি প্রতিদিনের জায়গায় বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের ঝাড়গ্রাম জেলার সম্পাদক হিসাবে ডাক্তার অম্লান সৎপতি ,সভাপতি হিসাবে ডাক্তার বিজয় কৃষ্ণ রায় এবং কোষাধক্ষ্য হিসাবে ডাক্তার শংকর পাতর কে নির্বাচিত করে ২১ জনের একটি শক্তিশালী ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

ক্যান্সার সচেতনতামুলক শিবির হলো হাওড়ার বেসরকারী স্কুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাওড়া গৃহস্পতিবার সুইট এনজেল স্কুলের পক্ষ থেকে ক্যান্সার সচেতনতা মুলক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সঞ্জয়ন মন্ডল, ও মিস্টার জাকির খান। ডক্টর সঞ্জয়ন মন্ডল বলেন, আমাদের কাছে যে সমস্ত ক্যান্সার রোগীরা আসে তাদের যখন চিকিৎসা করা হয় তখন শুধু রোগী নয় তাদের পরিবারের উপর একটা ভয়ের সৃষ্টি তৈরি হয়। তারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে, যে কি করব না করব। আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই ক্যান্সার আওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি কারণ এই সমস্ত রোগীরা যদি কোন লোকাল ডাক্তারের কাছে বা হোমিওপ্যাথি অথবা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করিয়ে সময় নষ্ট না করে আমাদের কাছে আসে তাহলে তাকে অনেকটাই সারিয়ে তোলা

ছবি : সমীর পাত্র

যায় তিনি আরো বলেন আজকের যুগে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য আমরা মডেলাইজ পরীক্ষা মডেলাইজ চিকিৎসা থেকে শুরু করে যেভাবে চিকিৎসা করছি, রোগী যদি এডভান্স স্টেজে আসে আমরা কিন্তু বিভিন্ন থেরাপি দিয়ে রোগীর বেঁচে থাকার যে আয়ু তা অনেকটাই বাড়িয়ে দিতে পারি। মানুষকে আরো সচেতন হতে হবে এবং এই ব্যাপারে আরো বেশি করে যদি সচেতনতামূলক ক্যাম্প করা হয়, তাহলে মানুষ অনেকটাই সচেতন হবে। তিনি আরো বলেন শুধু হাওড়া বা বাংলায় নয় দেশ-বিদেশে সব জায়গাতেই এই ক্যান্সার সচেতনতামূলক ক্যাম্পের প্রয়োজন।